



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, যশোর

এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর মধ্যে
স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয় / বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
উপক্রমণিকা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলী	৫
সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৬-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১১
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) অর্জনঃ বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় মোট ১,০৬,৬০০টি নারিকেল চারা, ১,৭৫,৯৪৬টি সুপারী চারা, ৪০,১৯৮টি তালচারা, ৩৯,৪২০টি খেজুর চারা এবং ৮৯,৭৪৬ টি শোভাবর্ধনকারী চারা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৯,৯২৫ টি রাইজোম দ্বারা বীশ বাগান সৃজন ও ৯,০০০ টি নারিকেল চারা রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৭১.৪১ সিডলিং কিঃ মিঃ স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে ও ১২৬০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় বাগেরহাট, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় ৩৫(পঁয়ত্রিশ) টি পুকুর পুণঃ খনন (১,৫৬,২৮০ ঘন মিটার মাটি খনন) ও সংস্কার করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও সবুজ বেটনী সৃজনের লক্ষ্যে মরাখাল সমূহ পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় ৯টি মরাখাল পুনঃখনন করা হয়েছে (খননকৃত মাটির পরিমাণ ১,৩৪,৬২২.০ ঘনমিটার)। নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর পুনর্বাসন এলাকায় এবং এপ্রোচ রোডে বনজ, ফলজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী চারা দ্বারা সফল বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া সাতক্ষীরা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ এসএফএনটিসি-তে অফিস ভবন এবং সহকারী বন সংরক্ষক, যশোরের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং মাদারীপুর জেলার চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক পর্যটক আকর্ষণের জন্য ম্যুরালসহ মেইন গেইট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলার জগতি সোসাল ফরেস্ট্রী নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে। ভান্ডারিয়া থানা ইকোপার্ক, হরিণপালা রিভারভিউ ইকোপার্ক, কাউখালী রিভারভিউ ইকোপার্ক, বিট অফিস নির্মাণ, সিসি রাস্তা, বিশ্রামাগার, সেন্টি পোস্ট, পার্কে প্রবেশপথে মডেল ও ম্যুরাল, ছাতাসহ সেড, পিকনিক স্পট, পাখি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মল্লিকপুরের (বেথুলী মৌজায়) অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম বটবৃক্ষ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পাবলিক টয়লেট, সিটিং বেঞ্চ, সীমানা প্রাচীর, টিকিট কাউন্টার প্রভৃতি স্থাপনা নির্মাণ করে পর্যটক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের ০৮(আট) কোটির অধিক লভ্যাংশের অর্থ উপকারভোগী, ভূমি মালিক সংস্থা ও ইউনিয়ন পরিষদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এবং ১৫৫.০০ সিডলিং কিঃমিঃ দ্বিতীয় আবর্ভেরে স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।

• সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

সড়ক, মহাসড়ক, বীধ এবং রেলের ধারের পতিত ভূমিতে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বে সামাজিক বনায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিক সংস্থা যেমন সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ দূর করা। বিশেষ করে রেলের ধারের পতিত ভূমিতে সৃজিত সামাজিক বনায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ গাছ আহরণ ও পুণঃবনায়নে রেল কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করা। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় বন সম্প্রসারণ করা। মাদারীপুর জেলায় চরমুগুরিয়ায় বিচরণরত বানর এবং যশোর জেলার কেশবপুরের পৌর এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থানরত হনুমান সংরক্ষণ করা।

• ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

এতদাঞ্চলের সকল সড়ক, মহাসড়ক, বীধ এবং রেলের ধারে টেকসই সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠা করা। বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহকে এতদাঞ্চলের বনজ সম্পদ উন্নয়নের কাজে আরও সফল করে তোলা। এতদাঞ্চলের বনজসম্পদ নির্ভর প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন ফার্গিটার মার্ট, করাত কল ইত্যাদিকে বনজদ্রব্য আহরণ ও পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১-এর আওতায় নিয়ে আসা। বন ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারী বনায়ন এবং সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ বিতরণ কার্যক্রম হালনাগাদ করা।
- বাংলাদেশের জীব- বৈচিত্র সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ জেলার মল্লিকপুরে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম বটবৃক্ষের উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাট ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ এবং উক্ত স্থানে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি করা। মল্লিকপুরের বিরল প্রজাতির হনুমানের খাবার সরবরাহ পূর্বক জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ করা।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও ইকোসিস্টেম ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিকায়ন ও গতিশীল করা।
- নির্মিয়মান পদ্মা সেতুর স্থায়ীত্ব ও সেতু এলাকায় সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য এপ্রোচ রোডে ও গোল চত্বর সমূহে বনায়ন।
- মাদারীপুরে পূর্ণাঙ্গ চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক স্থাপন করা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, যশোর

এবং

প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর মধ্যে ২০১৮

সালের জুন মাসের ২০ (কুড়ি) তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সন্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions):

১.১ রূপকল্প (Vision) : ২০২১ সনের মধ্যে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) : আধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও বনের আচ্ছাদন (Forest Cover) বৃদ্ধি, প্রতিবেশগত সেবার (Ecosystem Services) মানোন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন।

১.৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১.১ বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা

১.৩.১.২ জনগণের অংশগ্রহণে বন সম্প্রসারণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১.৪.১ বন সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও বন সম্প্রসারণ উন্নয়ন

১.৪.২ সামাজিক বনায়ন ও বন সম্প্রসারণ

১.৪.৩ বনজ সম্পদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

১.৪.৪ জীব-বৈচিত্র ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

১.৪.৫ জনসাধারণকে বনায়নে/সামাজিক বনায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বন সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা সৃষ্টি

সেকশন ২
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY 2018-2019)				প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১	
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*	জসাধারণ	অন্তি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১. বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা	২০	(১.১) বনায়ন (ট্রীপ)	(১.১.১) বনায়নকৃত এলাকা (ট্রীপ)	কিঃমিঃ	২০	২০৭.১৯	৪০০*	৩৬০	৩২০	২৮০	২৪০	২৪০	১০০	১০০
		(১.২) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম	(১.২.১) পুষ্কঃবনায়ন (ট্রীপ)	কিঃমিঃ	২০	৫৬	৬০*	৪৫	৪৫	৪৪	৪২	৩৬	৬৫	৭০
২. জনগণের জংশগ্রহণে বন সম্প্রসারণ	৬০	(২.২) উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ	(২.২.১) বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	কোটি টাকা	২০	২.৮৩	২.৫০*	২.২৫	২.০০	১.৭৫	১.৫০	২.৫৫	২.৬০	
		(২.৩) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে টেকসই বনজসম্পদ আহরণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি	(২.৩.১) সচেতন উপকারভোগীদের সংখ্যা	সংখ্যা	২০	৪২০	৪২০*	৩৭৮	৩৩৬	২৯৪	২৫২	৪০০	৪০০	-

* সাময়িক

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক্রম-১ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	ক্রম-২ কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	ক্রম-৩ কাজের (Activities)	ক্রম-৪ কর্মসম্পাদন (Performance Indicator)		ক্রম-৫ কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	ক্রম-৬ মুদ্রামাত্রার মান ২০১৮-১৯ (Weight of Target 2018-19)					
			একক (Unit)	সূচক		অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	তারিখ	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১	২৪ জুলাই, ২০১৮	২৯ জুলাই, ২০১৮	৩০ জুলাই, ২০১৮	৩১ জুলাই, ২০১৮	০১ আগস্ট, ২০১৮	২০১৮
		২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯	২৩ জানুয়ারি, ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	জনঘণ্টা	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	১	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
কার্যপদ্ধতি কর্তৃপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	২	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	%	মুদ্র ডেকের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	১	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
		ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	%	ই-ফাইলে নথি নিশ্চিতকৃত	১	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
		ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত	%	ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত	১	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫
		উচ্চবাহী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	তারিখ	ন্যূনতম একটি উচ্চবাহী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারি, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯	২০১৯
সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	১	সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	%	হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	১	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	তারিখ	সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২০১৯
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	%	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৫০
সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	১	সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	%	পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন জারি নিশ্চিতকরণ	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	%	ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	১	১০০	৯০	৮০	-	-	-

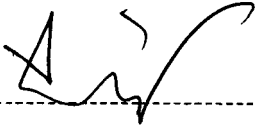
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of P I)	অসাধারণ (Excellent) ১০০%	অতি উত্তম (Very Good) ৯০%	উত্তম (Good) ৮০%	চলতি মান (Fair) ৭০%	চলতি মানের নিম্নে (Poor) ৬০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অতি আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ব্রতসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	অতি আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		বছরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	স্বাভাবিক সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		বছরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	অস্বাভাবিক সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯
		জাতীয় শূজাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	বছরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		নির্ধারিত সময়ের ত্রৈমাসিক দাখিল	জাতীয় শূজাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	৩১ জুলাই		
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	নির্ধারিত সময়ের ত্রৈমাসিক দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৮	৩			
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

আমি, বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, যশোর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, যশোর-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

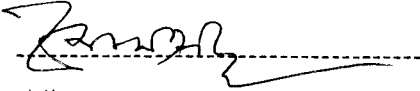
স্বাক্ষরিত:



বন সংরক্ষক
সামাজিক বন অঞ্চল, যশোর

২০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

তারিখ



প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

২৫/০৬/১৮ খ্রিঃ

তারিখ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয় সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
(১.১)	বনায়ন (স্ট্রীপ)	বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ)	সড়ক/বাঁধ/রেলের ধারের পতিত জায়গায় নতুন বাগান সৃজন।	সামাজিক বন বিভাগ, যশোরে ৭০.০ সিডলিং কি:মি:, সামাজিক বন বিভাগ, ফরিদপুরে ৭৫.০ সিডলিং কি:মি: এবং সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাটে ২৫.০ সিডলিং কি:মি:	সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও সার্কেলের বাৎসরিক প্রতিবেদন এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ	বাজেট বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল
(২.১)	সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম	পুনঃবনায়ন (স্ট্রীপ)	মেয়াদ উত্তীর্ণ বাগানের গাছ আহরণের পর বন তহবিলের অর্থ হতে পুনঃ বাগান সৃজন।	সামাজিক বন বিভাগ, যশোরে ১৫.০ কি:মি:, সামাজিক বন বিভাগ, কুষ্টিয়াতে ১০.০ কি:মি:, সামাজিক বন বিভাগ, ফরিদপুরে ১৫.০ কি:মি: এবং সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাটে ২০.০ কি:মি:	সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও সার্কেলের বাৎসরিক প্রতিবেদন	মেয়াদ উত্তীর্ণ বাগানের উপর নির্ভরশীল
(২.২)	উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ	বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	মেয়াদ উত্তীর্ণ বাগানের গাছ বিক্রীর অর্থ থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষ গণের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ।	সামাজিক বন বিভাগ, যশোরে ০.২০ কোটি টাকা, সামাজিক বন বিভাগ, কুষ্টিয়াতে ০.১০ কোটি টাকা, সামাজিক বন বিভাগ, ফরিদপুরে ০.৫০ কোটি টাকা এবং সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাটে ১.০ কোটি টাকা	ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং বন বিভাগের রেকর্ড	সামাজিক বনায়ন বিধিমালা অনুযায়ী।
(৩.১)	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে টেকসই বনজসম্পদ আহরণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি	সচেতন উপকারভোগীদের সংখ্যা	সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধকরণ এবং টেকসই বনজসম্পদ আহরণের বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	সামাজিক বন বিভাগ, যশোরে ৮৪ জন, সামাজিক বন বিভাগ, ফরিদপুরে ৪২ জন এবং সামাজিক বন বিভাগ, বাগেরহাটে ২৯৪ জন	দাপ্তরিক রেকর্ড	বাজেট বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মার্চ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট মুনির্দিত চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেলা পরিষদ, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর।	বনায়ন (স্ট্রীপ) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম	১.১.১ বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ) ২.১.১ পুনঃবনায়ন (স্ট্রীপ)	সড়ক/বাঁধ ও রেলের ধারের পতিত জায়গা বনায়নের মাধ্যমে উৎপাদন মূখী করে তোলার কাজে সহায়তা।	সড়ক/বাঁধ রেলের ধারের পতিত জায়গায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সামাজিক বনায়নে সহায়তা প্রদান। যা বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও দরিদ্র বিশোচনে অবদান রাখবে।	সামাজিক বনায়ন বিস্তৃত হবে, উপকারভোগীদের মাঝে শেখে বসিত হবে। সংরক্ষিত বনের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাবে।
সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেলা পরিষদ, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর।	উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ	২.২.১ বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	বন বিভাগের সাথে স্থানীয় পর্মায়ে চুক্তি সম্পাদন এবং অবাবহত জায়গায় বনায়নে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ বাগানের গাছ আহরণে সহায়তা করা।	বনায়নের মাধ্যমে অবাবহত পতিত জায়গা উৎপাদন মূখী রাখা, বনজসম্পদ বৃদ্ধি এবং দরিদ্র বিশোচন।	উপকারভোগীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বন অপরাধ বৃদ্ধি পাবে।